153665 - সফরকালে দুই নামায একত্র করার শর্তাবলি

প্রশ্ন

আমি মুসাফির ছিলাম। এশার নামাযের সাথে মাগরিবের নামায একত্র করতে চেয়েছিলাম। এশার নামাযের সময়ে এক স্থানে পৌঁছে সেখানকার লোকদের সাথে এশার নামায পড়েছি। তারপর মাগরিবের নামায পড়েছি। আমার কাজ কি সঠিক হয়েছে; নাকি সঠিক হয়নি? সফরকালে নামায একত্র করার শর্তাবলি কী কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

মুসাফিরের জন্য নিম্নের শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে দুই নামায একসাথে (জমা) পড়া জায়েয:

১- দূরত্ব কসর পরিমাণ হওয়া। অধিকাংশ আলেমের মতে তা প্রায় ৮০ কিলোমিটার। তবে কিছু আলেম এই মত পোষণ করেন যে, সফরের দূরত্ব নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ দিয়ে নির্ধারিত নয়; বরং এ বিষয়ে প্রচলিত রীতি-নীতির দিকে ফিরতে হবে।

দেখুন: প্রশ্ন নং (38079)-এর উত্তর।

২- জমহুর উলামার মতে শর্ত হলো সফর অবশ্যই বৈধ হবে। কেউ যদি ডাকাতি করার জন্য, কুকাম করার জন্য বা অন্য কোনো গুনাহের উদ্দেশ্যে সফর করে, তাহলে সে মুসাফিরের সুবিধাসমূহ গ্রহণ করতে পারবে না। তবে ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ এই শর্তটি আরোপ করেননি। দেখুন: আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ (২৭/২৭৬)।

৩- চারদিন বা তার চেয়ে কম সময় অবস্থানের নিয়ত করা। যদি চারদিনের বেশি সময় অবস্থানের নিয়ত করে, তাহলে সে রমজানে রোযা ভাঙা করা, নামায কসর করা ও দুই নামায একত্রে আদায় করার মতো মুসাফিরের জন্য বৈধ সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারবে না।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলেমরা বলছেন: "যদি সে চার দিনের বেশি অবস্থানের নিয়ত করে, তাহলে দুই নামায একত্রে পড়া (জমা করা), নামায কসর করা (রাকাত সংখ্যা হ্রাস করা) ইত্যাদি মুসাফিরের প্রাপ্য সুবিধাগুলো গ্রহণ করা তার জন্য জায়েয নয়। আর যদি চারদিন বা এর চেয়ে কম সময় অবস্থানের নিয়ত করে অথবা তার সফর কোনো প্রয়োজন পূরণের সাথে সম্পর্কিত হয়, সে কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট করেনি, যখনই প্রয়োজনটি পূরণ হবে তখনই সে ফিরে যাবে এমন হয়: তাহলে তার জন্য মুসাফিরের সুবিধাসমূহ গ্রহণ করা জায়েয।"[ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ (৮/১১৩-১১৪)]

৪- নজি শহর ত্যাগ না করা পর্যন্ত সফররে ছাড়গুলো গ্রহণ শুরু না করা। মুসাফিরিে ছাড়সমূহ ততক্ষণ গ্রহণ শুরু করা যাবে না যতক্ষণ না সে নজি শহর থকেে বরে হয়। দখেুন: আল-মাউসুআতুল ফকিহয়িযাহ (২৭/২৭৯)।

৫- দুই নামায এগয়িে এনে পড়লে উভয়টি পরপর পড়া। অধকিাংশ আলমেরে মতে দুই নামায এগয়িে আনার ক্ষত্রেে দু'টরি মাঝে দীর্ঘ বরিতি দওেয়া যাবে না। তবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিা রাহমিাহুল্লাহর মনোনীত মত হলো: এটি শর্ত নয়। দখেুন: মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/৫৪)।

৬- একসাথে পড়া দুই নামাজরে মধ্যে ক্রমধারা রক্ষা করা। এটি অধকিাংশ আলমেরে মত। ফতোয়া-বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি আলমেরা বলছেনে: "দুই নামায একত্রতি করার ক্ষত্রেে ক্রমধারা রক্ষা করা আবশ্যক; যনে প্রথমে যোহর পড়া হয়, তারপর আসর এবং প্রথমে মাগরবি পড়া হয়, তারপর এশার নামায; চাই সটো দুই নামায এগয়িে আদায় করা হোক কংিবা দুই নামায পছিয়িে আদায় করা হোক।"[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ (৮/১৩৯)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বলছেনে:

"ক্রমধারা রক্ষা করা শর্ত। অর্থাৎ প্রথম ওয়াক্তরে নামায দযিে শুরু করা, তারপর দ্বতিীয় ওয়াক্তরে নামাযটি পড়া। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "তোমেরা সভোবে নামায পড়ো যভোবে আমাকে নামায পড়তে দখেছে।" আর শরীয়ত নামাজরে ওয়াক্তগুলোর একটি নর্িদষ্টি ক্রমধারা নযিে এসছে।

কন্িতু যদি কোনো ব্যক্তি ভুলে যায় কংিবা না জানে কংিবা এমন কোনো জামাতে উপস্থতি হয় যারা এশার নামাজ পড়ছে, আর সে পছিয়িে দুই নামায একসাথে পড়ার নযিত করে থাকে, ফলে সে তাদরে সাথে এশা পড়ে নয়ে এবং এরপর মাগরবি পড়ে; এ অবস্থায় কি ক্রমধারা রক্ষা করার শর্ত রহতি মওকূফ হয়ে যাবে, নাকি হবে না?

আমাদরে ফকীহদরে (রহমিাহুমুল্লাহ) প্রসদ্ধি মত হলো: এটি মওকূফ হবে না।

এর ভত্তিতিে বলা যায়: যদি কোনো ব্যক্তি ভুলবশতঃ বা না জনেে বা জামাত পাওয়ার জন্য কংিবা অন্য কোনো কারণে দ্বতিীয় নামাযকে প্রথমটরি আগে পড়ে ফলেে; তাহলে একত্রতিকরণ শুদ্ধ নয়। এ অবস্থায় সে কী করবে?

উত্তর হলো: যে নামাযটি সে প্রথমে পড়ছেে সটেি ফরয হসিবেে শুদ্ধ হয়নি এবং তা পুনরায় পড়া তার উপর আবশ্যক।

এর উদাহরণ হলো: এক ব্যক্তি দুই নামায পছিয়িে পড়ার নযিত করছেলি। তারপর মসজদিে প্রবশে করে দখেল লোকেরো এশার নামাজ পড়ছে। সে এশার নযিতে তাদরে সাথে শামলি হলো এবং এশা শষেে মাগরবি পড়ল। আমরা বলব: তার এশার নামাজ শুদ্ধ হয়নি। কারণ সে মাগরবিরে আগে এশা পড়ছেে এবং ক্রমধারা রক্ষা করা শর্ত। সুতরাং সে আবার এশার নামায পড়বে। আর তার মাগরবিরে নামায শুদ্ধ হয়ছে। আমাদরে 'শুদ্ধ হয়নি' বলার অর্থ হলো: এটি এমন ফরয হসিবেে শুদ্ধ হয়নি

যা তার ফরজয়িতরে ‘দায’-কে মুক্ত করে। তবে, এটি নফল হসিবেে গণ্য হবে এবং এর জন্য সে সওয়াব পাবে।”[সংক্ষপেে ‘আশ-শারহুল মুমতি’ (৪/৪০১-৪০২) থকেে সমাপ্ত।]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।